ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১২ ● কলকাতা ● ১২ বৈশাখ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় আলিয়া

পৃঃ ৫

ম্যাচ জিতলেও শান্তি পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া

পৃঃ ৬

বিজেপি সরকার গঠন হবে না

বলে ফের দাবি করলেন তৃণমূল নেত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারে আর বিজেপি সরকার গঠন হবে না বলে ফের দাবি করলেন তৃণমূল নেত্রী। শুধু তাই নয়, রাজ্য ধরে ধরে বিজেপি কোথায় কত আসন পেতে পারে তার সম্ভাব্য হিসেবও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'প্রচারবাবু' বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "সকাল থেকে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত টিভি খুললেই বিজ্ঞাপনে প্রচারবাবুর মুখ। মুখ দেখলেই সারাটা দিন গেল! লেবু কচলাতে কচলাতে তেতো হয়!"

একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে না থাকবে ধর্মের ব্যবহার, না থাকবে মানুষের অধিকার, না থাকবে কথা বলার অধিকার, জীবন জীবিকার অধিকারও থাকবে না। তাই একটা ভোটও নষ্ট করবেন না।"

বুধবার বর্ধমানের আউশগ্রামের সভা থেকে মমতা বলেন, "এবারে কি বিজেপি ক্ষমতায় আসবে মনে করেন?আগেরবার ৩০৩ পেয়েছিল, এবারে সেটাও পাবে না। মাটির কথা শুনুন, বিজেপি আর ক্ষমতায় আসছে না।"

এরপরই মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হাঁটতে হাঁটতে রীতিমতো কড়ি গুনে মমতা বলেন, "উত্তরপ্রদেশে এবারে অখিলেশরা ভাল লড়াই করছে, ওখানে বিজেপি আর প্রচুর আসন পাবে না। বিহারে হাফও পাবে না।. রাজস্থানে প্রথম ভোটে কুপোকাত, মধ্যপ্রদেশে হাফও পাবে না। তামিলনাড়ুতে জিরো, কেরালায় বাম-কংগ্রেসই বেশিরভাগ আসন পাবে। কর্ণাটক, তেলেঙ্গানাতেও এবারে বিজেপির ফল খারাপ হবে, হাফ সিটও পাবে না।"

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্ট অবশ্য এগিয়ে রেখেছে বিজেপিকে। এই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "সমীক্ষায় সেটা দেখছেন ওটা বানানো। বিজেপি কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেক সমীক্ষা তৈরি করিয়েছে। এবারে বিজেপি আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না।"

রাজ্যে বিনা অনুমতিতে

সিবিআই তদন্ত সংক্রান্ত মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : রাজ্যে বিনা অনুমতিতে সিবিআই তদন্ত সংক্রান্ত মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল। মামলার পরবর্তী শুনানি ১ মে। বুধবার ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা। নিমরাজি হয়েও তাতে রাজি হয় শীর্ষ আদালত।আগের শুনানিতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, মামলাটি এমন কিছু জরুরি মামলা নয়। আড়াই বছর ধরে এটা চলছে। এদিন অবশ্য ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে মামলা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান সলিসিটর জেনারেল। শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ প্রথমে বলে, এভাবে মামলা পিছিয়ে দিতে থাকলে মনে হবে, আমরা মামলাটি ছুটির পর পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে চাইছি। শেষমেশ ১ মে পরবর্তী

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী লড়াকু নেত্রী - সুকান্ত

বালুরঘাট : নিউজ সারাদিন : শেষ দিনের ভোট প্রচারে সরগরম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজনীতি। বুধবার জেলা সদর বালুরঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী ড. সুকান্ত মজুমদার। কথা প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন," এটা লুকোনোর বিষয় নেই যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াকু নেত্রী"। মঙ্গলবার কুশমন্ডির জনসভা থেকে অভিনেতা তথা ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব সুকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, যা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল জেলার রাজনীতি। যদিও জেলার রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত," বর্তমানে রাজনীতিতে দেবের মত মানুষের বড্ড অভাব।" আবার অনেকে মনে করছেন এটা তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশল। যদিও এদিনে সাংবাদিক বৈঠকে দেবের সৌজন্যের কথা কার্যত স্বীকার করে নিলেও পাল্টা দেবের প্রতি কোন সৌজন্য প্রকাশ করেননি সুকান্ত। এই বিষয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল জানান,"দেরিতে হলেও সুকান্ত বাবুরা বুঝতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতার গুরুত্ব।" এদিন ভোটের মধ্যেই রাজ্যে চাকরি বাতিলের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সরকারকে সাংবাদিক বৈঠকে আক্রমণ করে সুকান্ত বলেন," পাঁচ হাজার অযোগ্যদের বাঁচাতে বাকি যোগ্যদের ঢাল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।" ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট প্রচারে হট সিট বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী নিজেদের দলীয় প্রার্থী সমর্থনে জনসভা করে গেছেন জেলায়। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম কোন ভোট প্রচারে এই জেলায় চারটি জনসভা করেন। জেলার দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে চলেছিল আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ। তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থীরা সরাসরি ব্যক্তিগত

এরপর ৩ পাতায়

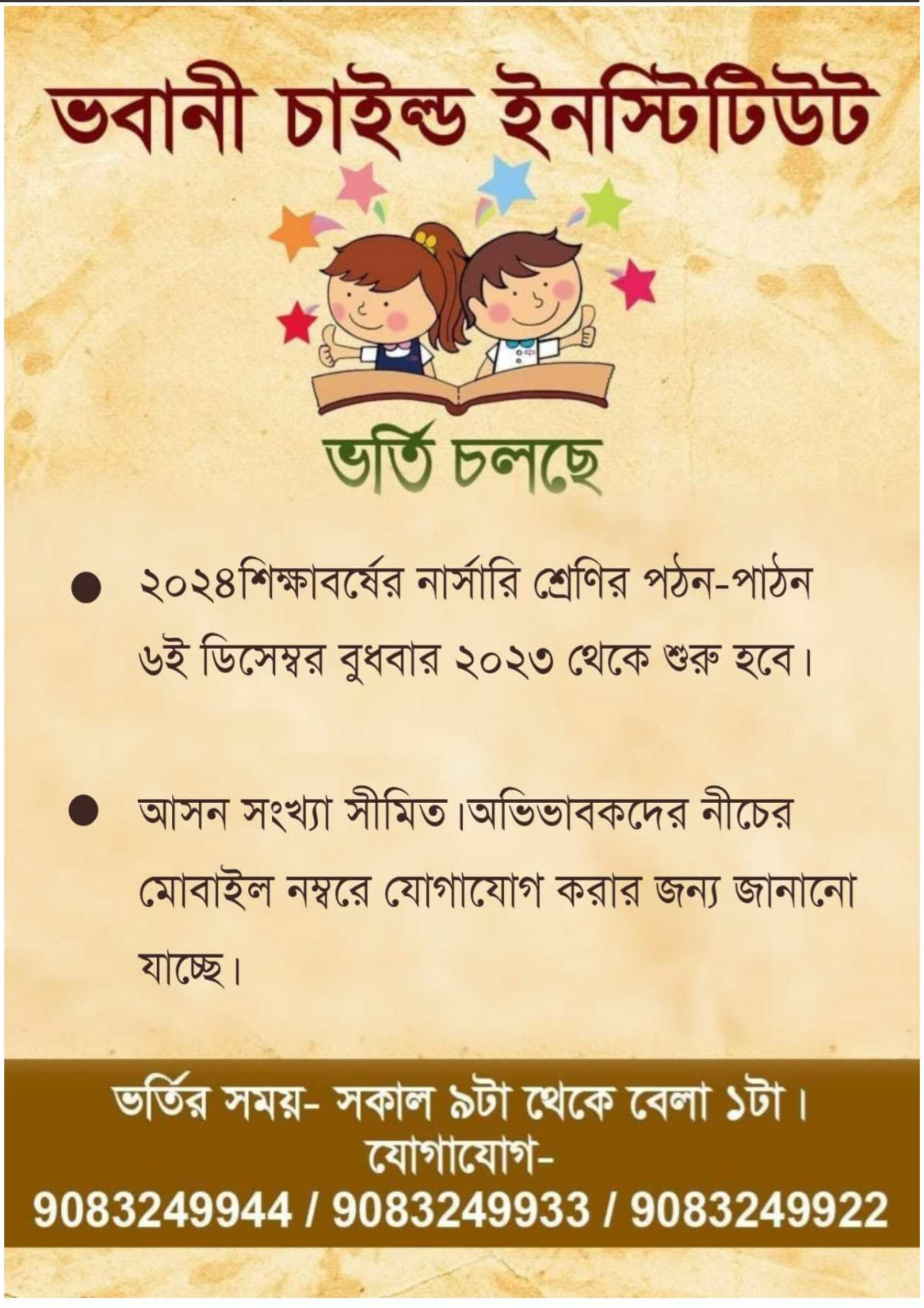

শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল বিধায়ককে

নোটিস ধরাল আয়কর দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গ বিজেপির বিধায়কদের হট্টোগোলে থমকালো রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। তবে অধিবেশন এগিয়ে নিয়ে যেতে কড়া পদক্ষেপ নিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির ৬ বিধায়ককে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ।শুভেন্দু সহ এদিন বিজেপির যে যে বিধায়কেরা সাসপেন্ড হয়েছেন চলতি অধিবের্শনের জন্য তাঁরা হলেন অগ্নিমিত্রা পাল, বঙ্কিম ঘোষ, তাপসী মন্ডল, মিহির গোস্বামী ও শঙ্কর ঘোষ। পদ্ম শিবিরের এই ৬ বিধায়ক চলতি বাজেট অধিবেশনে আর এক দিনও অংশ নিতে পারবেন না। সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ এমনি এমনি বিজেপির ৬ বিধায়ককে সাসপেন্ড করেননি। বিজেপির বিধায়কদের কাণ্ড দেখে রাজ্য বিধানসভার বর্ষীয়ান বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে নির্দেশ দেন অধ্যক্ষকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাতে। সেই সময় নির্মল অধ্যক্ষের কাছে বিজেপির পুরো পরিষদীয় দলকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষ তাতে নারাজ হওয়ায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব সংশোধন করে শুভেন্দু-সহ ৬ জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্দেশিকা জানিয়ে দেন। তবে এদিন কলকাতা থেকে হুগলির আরামবাগে যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সন্দেশখালিতে যে কেউ যেতে পারে। যারা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং যাদের বিরুদ্ধে

এরপর ৩ পাতায়

৩৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তৃণমূল বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়ম ভেঙে ইয়াস ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মোকাবিলার নামে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ ৩৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত নামখানা পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।লোকসভা ভোটের মধ্যে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে নয়ছয়ের অভিযোগ ঘিরে সুর চড়িয়েছেন মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় টাকা খরচের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নামখানা পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান অজিত গিরি। তবে তাঁর বক্তব্য, "সরকারি নির্দেশে আমরা এই টাকা খরচ করেছি। টাকা খরচে কোন দুর্নীতি হয়নি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন নামখানার বিডিও অমিত সাহু।" তিনি জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচে নির্দিষ্ট কিছু গাইডলাইন আছে। এক্ষেত্রে কোন বেনিয়ম হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।আবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।২০২০-২১ সালে সুন্দরবনে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, সেই সময় নিয়ম বহির্ভূতভাবে কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ইয়াস ঝড়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়। অভিযোগ, পরবর্তী সময় নকল বিল ও ভাউচার তৈরি করে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান। সম্প্রতি নামখানার শিবরামপুর গ্রামের বাসিন্দা স্নেহাশিস গিরি কেন্দ্রের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্যে বেনিয়ম দেখে স্থানীয় বিডিওকে তদন্তের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি বেনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্তের জন্য আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছেও। স্নেহাশিস গিরির অভিযোগ, ভারতের সংবিধানের ২৮০ অনুচ্ছেদের অধীনে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনেরক টাকা কী কী খাতে ব্যবহার করা যায়, তার সুপষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে।

'দেব'কে সাথে নিয়ে প্রচারের

শেষ দিনে ঝড় তুললেন বিপ্লব

সুশোভন সিংহ; বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় দফায় ২৬ শে এপ্রিল উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং,রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। বুধবার ছিল নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। আর এই শেষ দিনে অভিনেতা দেব কে সাথে নিয়ে জেলায় কার্যত প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। এদিন গঙ্গারামপুরে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে মেগা রোড শো করা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে, যার মধ্যমণি ছিলেন মেগাস্টার দেব। বুধবার আনুমানিক ৩:৪০ নাগাদ এই রোড শো শুরু হয়। তবে এই রোড শো শুরু হওয়ার ঘন্টা দুয়েক আগে থেকেই তৃণমূল সমর্থকেরা জমায়েত হতে শুরু করে। যখন দেব রোড শো শুরু করলেন তখন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল গোটা গঙ্গারামপুর। সূর্যের প্রখর তাপকে উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে মানুষ পা মেলায় এই রোড শো তে। সময় যতই বাড়তে থাকে লোকসংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। বেশ কয়েকদিন আগে বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে গঙ্গারামপুরে রোড শো করেছিলেন আরে এক মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। তবে এদিনের রোড শো মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো কে হেলায় হারিয়ে দিয়েছে।

জেলায় প্রায় দীর্ঘ এক মাস ধরে লোকসভা ভোটের প্রচার করেন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জেলাতে লক্ষ্য করা যায় দলবদলের হিরিক। তবে সংখ্যার দিক থেকে এক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। দলের আভ্যন্তরীণ সব সমস্যাকে মিটিয়ে একসাথে ভোটের ময়দানে প্রচার করেছিলেন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। ২০১৯ সালে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে জেলার লোকসভা আসনটি জিতে নিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। এরপরে জেলার রেলের উন্নয়নে বিগত তিন বছর অনেকটাই কাজ করেছেন তিনি। তবে কোন জেলায় কেবলমাত্র রেলের উন্নয়ন দিয়েই সার্বিক উন্নয়ন করা যায় না বলেই মত প্রকাশ করেছেন জেলার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের একাংশ। এবারের লোকসভা নির্বাচনে মূলত লড়াই জেলার দীর্ঘদিনের লড়াকু বর্ষিয়ান নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সাথে বিদায়ী সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। ২০১১ এবং ২০২১ সালে হরিরামপুর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিপ্লব মিত্র। ২০২১ সালে রাজ্যে মন্ত্রিসভায় ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন বিপ্লব মিত্র। আর অন্যদিকে একজন ভদ্র শিক্ষক ২০১৯ সালে প্রথমবার জেলার লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়ের বিজয় তিলক পড়েছিলেন। গত লোকসভা ভোটে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৫৩৯৩১৭টি ভোট পেয়েছিলেন সুকান্ত অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা পেয়েছিলেন ৫০৬০২৪টি। ২.৮% বেশি ভোট পেয়ে ৩৩২৯৩ ভোটে জয়যুক্ত হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তবে এবার জেলার রাজনীতির পটভূমি একটু আলাদা। এবার তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র। গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভার মধ্যে চারটিতে এগিয়েছিল রাজ্যের শাসক দল। আর তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র বালুরঘাট, তপন এবং গঙ্গারামপুরে এগিয়ে ছিল বিজেপি। সামগ্রিকভাবে হিসাব করলে প্রায় ৮৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল রাজ্যের শাসক দল। লোকসভা ভোটে কেবলমাত্র রাজ্যের ইস্যু কিংবা জেলার কোন রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবের থেকে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রভাব বেশি কাজ করে। দেশে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গড়ার লক্ষ্যেই এই নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিজেপি রেলের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ভোট প্রচার করেছে আর অন্যদিকে তৃণমূলের ভোট প্রচারের মূল হাতিয়ার ছিল রাজ্যের উন্নয়ন। বুধবার প্রচারে শেষ দিনকে অন্যান্য দলের প্রার্থীর তুলনায় তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র বেশি কাজে লাগিয়েছেন বলেই মত প্রকাশ করেছেন জেলার রাজনৈতিক মহলে একাংশ। এদিন সকালে জেলা সদর বালুরঘাটে ভোট প্রচারের শেষ দিনের রণকৌশল সম্পর্কে বিজেপি প্রার্থীকে প্রশ্ন করা হলে সুকান্ত জানান, তিনি নিজেই বড় তারকা, শেষ দিনের ভোট প্রচারে তিনি নিজেই প্রচার করবেন "। জেলায় ভোট প্রচারে বিগত দিনগুলোতে অনেক গুণীজন এসেছিলেন এই জেলায় তাদের নিজেদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে। তবে এত কিছুর মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ যারা, সেই জনতা জনার্দন আগামী ২৬ তারিখে কাদের পক্ষে থাকবেন, এই জেলায় কে বিজয় তিলক পড়বে তা জানা যাবে ৪ই জুন।

অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের ভারত ছাড়ার ঘটনায় এবার মুখ খুলল কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের ভারত ছাড়ার ঘটনায় এবার মুখ খুলল কেন্দ্র। মঙ্গলবার অবনী ডায়াস নামের ওই সাংবাদিক দাবি করেন, মোদি সরকার তাঁর ভিসার মেয়াদ বাড়ায়নি। আর সেই কারণেই বাধ্যত ভারতছাড়া হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এই অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিল কেন্দ্র।তবে এবিসির সাংবাদিকের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়, 'শিখস মার্ডার অ্যান্ড স্পাইজ' নামের ওই তথ্যচিত্র গত ২১ মার্চ সম্প্রচার করা হয়েছিল। কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই ওই ভিডিও শুট করা হয়। এছাড়া ওয়াঘা সীমান্তে শুটিংয়ের অনুমতি বাতিল প্রসঙ্গেও ভারত সরকার জানায়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে বিএসএফের তরফে অনুমতি দেওয়া হয়নি।দাবি করল, ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা নয়, ব্যক্তিগত কারণেই উনি ভারত ছেড়েছেন।

মঙ্গলবারই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অবনী দাবি করেন, ভারত সরকার তাঁর ভিসার মেয়াদ বাড়ায়নি। আর তাই দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছে তাঁকে। যদিও তাঁর সেই মন্তব্যের পালটা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কেন্দ্রীয় সরকারের এক আধিকারিক জানালেন, "এই অভিযোগ সঠিক নয়। ওই সাংবাদিককে দেশের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে কাজ করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। তার পরও ওই সাংবাদিক ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কারণ, অস্ট্রেলিয়াতে উনি অন্য ভালো চাকরি পেয়েছেন। তাই ভিসার মেয়াদ বাড়ানোটা কোনও কারণ নয়, বরং ব্যক্তিগত কারণে উনি ভারত ছেড়েছেন।" ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতে কাজ করছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এবিসি নিউজের দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরোর প্রধান। তবে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ভারত ছাড়েন ওই সাংবাদিক। এর পর অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সোশাল মিডিয়ায় সরব হন অবনী। অভিযোগ করেন, "গত সপ্তাহে হঠাৎ করে আমাকে ভারত ছাড়তে হয়। খলিস্তানি নেতা নিজ্জর হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমাদের তথ্যচিত্র সীমা অতিক্রম করেছে, কার্যত এই অভিযোগেই ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয় আমাকে।" সাংবাদিকের আরও অভিযোগ, "লোকসভা নির্বাচনে সাংবাদিকতা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি আমাকে। নরেন্দ্র মোদি ভারতকে 'গণতন্ত্রের জননী' বলেন। সেই নির্বাচনের একদিন আগেই মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিসে আমাকে চলে আসতে হয়েছে।"অবনির দাবি অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত গত বছর। হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটি তথ্যচিত্র সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরা হয়েছিল অবনীর তরফে। এর পর গত ২৪ মার্চ ইউটিউব থেকে একটি বার্তা আসে। যেখানে বলা হয়, ভারত সরকারের নির্দেশ এই তথ্যচিত্র ব্লক করা হয়েছে। এর পর এবিসি নিউজের তরফে অভিযোগ করা হয়, তাদের একাধিক সাংবাদিককে পাঞ্জাবে গোয়েন্দাদের তরফে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারত-পাক সীমান্তে দুই দেশের উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কভারেজের অনুমতি দেওয়া হয়নি তাদের।

কয়েক দিনের মধ্যে

আলুর দাম ছোঁবে ৩০ টাকা

হুগলি: নিউজ সারাদিন : গত কয়েক দিন ধরে আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী। দিন কয়েক আগে ২০ টাকা কিলো ছিল যে আলু, এখন সেই আলুই বিকোচ্ছে ২৫ থেকে ২৬ টাকা প্রতি কেজি। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, কয়েক দিনের মধ্যে আলুর দাম ছোঁবে ৩০ টাকা। কিন্তু কেন?ভিনরাজ্য, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব থেকে প্রতিবার খাওয়ার আলু ঢোকে এই রাজ্যে। তাই চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়ে যায়। দাম কম থাকে। এবার ভিন রাজ্যও আলু উৎপাদন কম। এবার যদি বাংলার আলু বাইরের রাজ্যে যেতে থাকে তাহলে দাম কোথায় যাবে, তা এখনই বলতে পারছন না ব্যবসায়ীরা। তবে কিছুদিনের মধ্যে আলুর দাম ৩০ টাকা ছুঁতে চলেছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। খুচরো আলু বিক্রেতারা বলছেন, আলুর দাম বাড়লে বিক্রি কম হয়। ফলে তাদের অসুবিধা হয়। চাষিদের মতে, ফোড়েরা মুনাফা করে। কিন্তু চাষি দাম পায় না।

রাজ্যে আলু উৎপাদনে হুগলি জেলা এগিয়ে থাকে। এবারও আলু চাষ হয়েছিল ৮৮ হাজার হেক্টর জমিতে।অসময়ে বৃষ্টির ফলে চাষ মার খেয়েছিল। উৎপাদনও কমে। গতবার যেখানে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয় এবার সেটা হয়েছে মাত্র ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলায় এবার প্রায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন কম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীর সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানান,"রাজ্যে ৮০ থেকে ৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়। তার মধ্যে ৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘরে মজুত করা হয়েছে। চাষিরা আলু তোলার পর ভালো দাম পেয়েছেন। গড়ে ১৫ টাকা কিলো হিসেবে বিক্রি করে চাষিরা। হিমঘর ভাড়া, বাছাই, কাটপিস বাদ, বস্তার দাম, গাড়ি ভাড়া ধরে কিলো প্রতি সাড়ে সাত টাকা খরচ হিসাবে সেই আলুর দাম ২৩ থেকে ২৪ টাকা কিলোয় দাঁড়ায়।" তিনি আরও বলেন, "এতদিন চাষির ঘরে মজুত থাকা বা খোলা বাজারে থাকা আলু বিক্রি হচ্ছিল ২০ টাকা কিলো দরে। হিমঘর খুলতেই সেই আলু দাম এক লাফে অনেকটা বেড়েছে।"

সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অধীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুধবার দুপুরে বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মনোনয়ন পেশ করেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তারপর বিকেল হতেই সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অধীর। তাঁর হুঁশিয়ারি, বহরমপুরের পুলিশ ও প্রশাসন যেভাবে 'মিথ্যা মামলা' সাজিয়ে ভোটের আগে কংগ্রেস কর্মীদের হেনস্থা করছে, তার শেষ দেখে ছাড়বেন তিনি।লোকসভায় কংগ্রেস নেতা এদিন বলেন, বাচ্চুকে এর পর পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। দশদিন হেফাজতে রেখে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবার জামিন পেতেই তাঁকে জাল নোটের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, তাঁর হাতে নাকি জাল নোট পাওয়া গেছে!

এদিন সাংবাদিক বৈঠকের সময়ে দৃশ্যত ক্ষিপ্ত ছিলেন অধীর। তিনি বলেন, সবকিছুর একট সীমা রয়েছে। বদমায়েশির সীমা থাকা উচিত। পুলিশ শাসক দলের দলদাসের মতো আচরণ করছে। ভোটের আগে সব থানায় শাসক দলের পেটোয়া অফিসারদের বসানো হয়েছে। কমিশনের কাছে এটা জানাব। হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।কদিন আগে বহরমপুর রেঞ্জের ডিআইজি মুকেশ কুমারকে সরিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি থানার ওসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অধীরবাবু এদিন অভিযোগ করেন, মুকেশ কুমারকে সরালেও তিনি এখনও রিমোটে বহরমপুরের সব থানা নিয়ন্ত্রণ করছেন।

উনিশের লোকসভা ভোটের সময়ে বাংলায় শাসক দলের তরফে মুর্শিদাবাদের পর্যবেক্ষক ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময়ও অভিযোগ উঠেছিল যে শুভেন্দু পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছেন। এবার সেই একই ধরনের অভিযোগ ফিরে এল। অধীরবাবু এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, দোলের দিন বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস কর্মীকে বাচ্চু মণ্ডল তাঁর পাড়ায় একটি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। সেই ঘটনায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নেয়। অধীরবাবু বলেন, সেদিনই পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন করেছিলাম, দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, তার জন্য কি গ্রেফতার করা জরুরি ছিল? কিন্তু পুলিশ সুপার জানিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ভিডিও ফুটেজ রয়েছে।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী লড়াকু নেত্রী - সুকান্ত

আক্রমণ ছুড়েছিল,যদিও এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। বিপ্লব মিত্র তার প্রচারে রাজ্যের এবং জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ভোট প্রচার করেন,কোন বিরোধী প্রার্থীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে শোনা যায়নি। তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের, দীর্ঘদিনের জেলায় তৃণমূলের দলীয় আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিমিষেই সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি বলেই মত দলের একাংশে। এক সময়কার বাম দুর্গ ছিল এই জেলা, কালচক্রে এখন বামপন্থীরা অপাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে জেলার ভোটের রাজনীতিতে। বাম-কং সমর্থিত আর এস পি প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত প্রচারে আলোতে কিংবা তৃণমূল বিজেপি প্রার্থীদের টক্কর দিয়ে ভোট প্রচার করতে সক্ষম হননি বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও জেলার কংগ্রেস সমর্থকেরা আরএসপি প্রার্থীকে সমর্থন করবেন না বলেই সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন। যদিও এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলেননি আরএসপি প্রার্থী। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এই লোকসভা কেন্দ্রে বাম-কং আলাদাভাবে লড়ে দুই দল মিলিয়ে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার ভোট পেয়েছিল। যার মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৬,৭৮৩ টি ভোট। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী থেকে ২.৮% ভোট বেশি পেয়ে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ৩৩,২৯৩ ভোটে দিতে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার।

১-ম পাতার পর

রাজ্যে বিনা অনুমতিতে সিবিআই তদন্ত সংক্রান্ত মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল

শুনানির দিন ধার্য হয়। সেই ২০২০ সালেই সিবিআইকে দেওয়া 'জেনারেল কনসেন্ট' প্রত্যাহার করে রাজ্য সরকার। যার ফলে আদালতের নির্দেশ না থাকলে রাজ্যে কোনও মামলা দায়ের করতে হলে সিবিআইয়ের অনুমতি প্রয়োজন হয়। তার পরেও আদালতের নির্দেশে তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআই বিভিন্ন মামলায় এফআইআর দায়ের করে। ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনের পরে ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তে সিবিআই বহু এফআইআর দায়ের করতে শুরু করায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট আইনে সিবিআইকে এফআইআর করার আগে রাজ্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে।

গত প্রায় ৩ বছরে কেন্দ্র বনাম রাজ্যের বিবাদের এই মামলা বহু বার শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হলেও এক বারও শুনানি হয়নি। ধবার সেই মামলার শুনানি ছিল। এর আগে এই মামলার ১০ বার পিছিয়ে গিয়েছে।

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে পিএম মোদির ছবি লগাতে বাধা, উত্তেজনা

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি লগাতে বাধার অভিযোগ উঠল।দেখা দেয়। ঘটনায় উত্তেজনা দেখা। উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বিজেএমসি কর্মী-সমর্থক নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছালে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু, মিডিয়া কর্মীদের অভিযোগ করেন যে, এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে বিজেএমসির লোকজনকে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি লাগাতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের এমন করার জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতির হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি বেগ পেতে দেখে প্রশাসনিক পরিচালক অয়ন মজুমদার বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু, সচিব রাজু আয়েঙ্গার, রাজ্য সম্পাদক অভিক রায়, দক্ষিণ কলকাতার আহবায়ক অভিজিৎ গুহ, সহ-আহ্বায়ক সিতাংশু দাস (রাম), জিএস প্রদীপ দাস এবং চিত্তরঞ্জন বিজেএমসি সাধারণ সম্পাদককে পাঠান। গুরুপদ মাইতি, সহকারী সচিব প্রদীপ ভুইয়া, সঞ্জয় মিশ্র, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সঞ্জয় মাইতির সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দেখার প্রতিশ্রুতি দেন। অর্ণব চট্টোপাধ্যায় বলেন, আজ আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সুযোগ দিয়েছি, প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করার মতো কোনো ঘটনা ভবিষ্যতে এই হাসপাতালে ঘটলে বিশ্ব দেখবে।

৯৫টি সংসদীয় কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা পড়েছে ২,৯৬৩টি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় দেশের ১২টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১,৩৫১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে রয়েছে স্থগিত হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের ২৯-বেতুল (এসটি) সংসদীয় কেন্দ্রের আটজন প্রার্থীও। এছাড়া, গুজরাটের সুরাত সংসদীয় কেন্দ্রে একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। এই ১২টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল ২২ এপ্রিল। এই ১২টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তৃতীয় দফায় ৯৫টি সংসদীয় কেন্দ্রের (২৯-বেতুল সহ) জন্য মনোনয়ন জমা পড়েছে ২,৯৬৩টি। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ছিল ১৯

এরপর ৪ পাতায়

নিউটাউনের একটি পরিত্যাক্ত

বহুতলের নিচ থেকে উদ্ধার হল যুবকের নিথর মৃতদেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একই দিনে কলকাতায় একাধিক দুর্ঘটনা। আবারও নিউটাউনের একটি পরিত্যাক্ত বহুতলের নিচ থেকে উদ্ধার হল যুবকের নিথর মৃতদেহ, যা ঘিরে রীতিমতো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যুবকের শরীরের একাধিক জায়গায় মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। ত

ৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইকোপার্ক থানা এবং টেকনো সিটি থানার পুলিশ।তাহলে ছেলেটি ওই বহুতলে ঢুকলো কি করে! অনুমান, বাইরে থেকে কেউ হত্যা করে ওই যুবককে বহুতল আবাসনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। এখনও তদন্ত করছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ।এদিকে বুধবার সকালেই বালি ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে একটি যুবক। প্রত্যক্ষদর্শী দের মতে, মারা যাওয়ার আগে ওই যুবক তাঁর বাইকে মুখ লুকিয়ে বসেছিলেন। তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। তাঁর পরিচয় এবং মৃত্যুর কারণ এখনও পাওয়া যায় নি। এবং ছেলেটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন বিধাননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররাও। ঘটনাটি ঘটেছে, যাত্রাগাছি জৈব হাটের উল্টোদিকে একটি পরিত্যাক্ত বহুতলের নীচে।

ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বুধবার সকালে। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, বুধবার সকালে এই খবর পাওয়া মাত্রই সকাল সকাল সেখানে ছুটে যান ইকোপার্ক থানার পুলিশ। পুলিশ সেখানে পৌঁছে যুবকটার মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে মৃত যুবকের নাম এবং পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যুর কারণ এবং পরিচয় খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন ইকো পার্ক থানার পুলিশ। এছাড়াও মৃতার সঙ্গে কোনও ডকুমেন্টসও পাওয়া যাইনি। তবে পুলিশ অনুমান করছে যে, ওই পরিত্যাক্ত বহুতলের চারপাশে কোনও পাঁচিল নেই।

সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায়

আরও ১৬ জনকে তলব করল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় আরও ১৬ জনকে তলব করল সিবিআই। ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে কী ঘটেছিল? শাহজাহানকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন কারা? সে বিষয়ে তথ্য পেতেই এই তলব বলে সিবিআই সূত্রে খবর।কিন্তু বাড়িতে ঢোকা তো দূর, বিক্ষোভের মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। এই ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতির শিরোনামে চলে আসে সন্দেশখালি। ক্ষোভে ফেটে পড়েন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। তারপর জল গড়ায় অনেকদূর। ঘটনার প্রায় দুই মাসের মাথায় গ্রেপ্তার হন শাহজাহান। বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে সে। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। একাধিক ব্যক্তিকে তলব করা হয়েছে। এবার আরও ১৬ জনকে তলব করা হল। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এদের মধ্যে কেউ কেউ শাহজাহানকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যান ইডি আধিকারিকরা।

বিপর্যয় সহনশীল পরিকাঠামো সংক্রান্ত

ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিপর্যয় সহনশীল পরিকাঠামো সংক্রান্ত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উপস্থিত বিশিষ্ট জনেদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে কোনও উদ্যোগ শক্তিশালী হবে এবং এ সংক্রান্ত আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। ২০১৯ সালে কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই) গঠিত হওয়ার পর এই সংস্থার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার ঘটছে। বর্তমানে ৩৯টি রাষ্ট্র এবং ৭টি প্রতিষ্ঠান এই সংস্থার সদস্য। "ভবিষ্যতের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ"।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে, যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তার পরিমাণ ডলারে হিসেব করলেও জনসাধারণ, পরিবার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কঠিন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভূমিকম্পের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ভেঙে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জল পরিষেবা এবং নিকাশি ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে। ফলস্বরূপ, জনস্বাস্থ্যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। এমনকি, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সবমিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, "সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সহনশীল এক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আমাদের বিনিয়োগ করতেই হবে"। বিপর্যয় পরবর্তী সময়কালে নতুন পরিকাঠামো গড়ে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১১২ সংখ্যা ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১২ বৈশাখ, ১৪৩১

সৎ চেতনার স্বামী পরমানন্দ গিরি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

সে সাধু মডার্ন। তাতে বা কী যায় আসে, তার মধ্যেই স্বয়ং স্বরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি রূপে বিরাজ করছে স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরী মা। তার কথাবার্তা চলাফেরা এবং ভাবমূর্তি আমার কাছে একটু অন্যরকম অনুভূতি পেয়েছিলাম। আমি ভাবলাম এত কম বয়সে সত্যিইকি ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, না ভন্ড। সব উত্তর পাওয়ার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ তো অটুক রেখেছিলাম। একটা সময় মা আমাকে বুঝিয়ে দিল, তিনি প্রকৃত সাধু হওয়ার জন্য মায়ের পায়ে নিজের জীবনটা সঁপে দিয়েছে। তিনি আর কেউ নয় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির শ্রীরামপুরের থানার পাশে পূজারী স্বামী পরমানন্দ গিরি। ইনি শ্রীরামপুরে সেন পরিবারের সন্তান যার নাম ছিল অভিষেক সেন। ছোট থেকেই তার মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি দেখতে পেতেন তার মা। কারমা বুঝেছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ স্বামী পরমানন্দ গিরি।তার মা জীবিত থাকাকালীন তাকে সন্ন্যাসীর পথে ঠেলে দিয়েছে একদম শিশু মন থেকেই, তার পরিবারের আরধ্যা দেব হিসেবে স্বয়ংশিবকে পূজা করতেন তার বাবা ও মা। পরমানন্দ গিরির বাবা ও মা বুঝতে পারিনি তার কনিষ্ঠ সন্তান স্বয়ংশিব রূপে তার মাকে পূজা দেবে সেই পরিবারে অভিষেক নামে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পরবর্তীতে স্বামী পরমানন্দ গিরি নাম পেয়েছে সন্ন্যাসী রূপের, সে ছোটবেলায় খেলার ছলে- মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে মায়ের মূর্তি গড়ে ফেলেছিল। সেই শিশু মনে অলৌকিকভাবে কালি মূর্তি গঠন করে তার পরিবারের সবাই দেখে হতভম্ব হয়েছিল। সেই থেকে তার পরিবারের অন্য সদস্যরা তার উপরে হিংসা মনোভাব নিয়ে আজও আক্রমণ করে। তার কপালে যে লেখাছিল, তিনি সন্ন্যাসী হবেই এটা পূর্ব নির্ধারিত,সেটা উজ্জ্বল নক্ষত্রর মতো দিনের পর দিন ফুটে উঠেছে।সেই থেকে তিনি আজও নিজে হাতে মায়ে মূর্তি গড়ে তোলেন। সুশিক্ষিত উচ্চবর্ণের সেন পরিবারের এই সন্তান আজ তিনি প্রকৃত রূপের সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীর জীবনের কথা বলতে গেলে এটা বলতেই হয়,ভাগীরথী গঙ্গার তীরে অবস্থিত প্রাচীন স্থান শ্রীরামপুর। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত একটি নগরী। কাল থেকে কালান্তরে না না অজানা হাজারো স্থান, বিষয় আছে যা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্মের কাছে অবাক বিস্ময় সৃষ্টি করে। কথায় আছে " ভক্তের ভগবান ", " যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন " প্রভৃতি। এই শ্রীরামপুর এর জনৈক সেন পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম এবং সৎ সাধক পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু অভিষেক সেন স্বপ্নে দেখা পান দেবী মা কালীর। এই কালী সাধারণ কালী নন ইনি হলেন সাক্ষাৎ শ্মশান কালী। যে কালী চিতা থেকে চিতান্তরে ভ্রাম্যমান। বহুদিন গঙ্গার জলে রয়েছেন এবং আদেশ দেন তাঁকে মন্দিরে স্থাপন করে পুজা শুরু করতে। তিনি এও আদেশ দেন যে তাঁকে কি ভাবে সাজাতে হবে। সব নির্দেশ দেন, জগৎ জননী মাতা ঠাকুরানি র আদেশ মতো সাধক অভিষেক সেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সেখান থেকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মোদীর মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই

বিতর্কের ঝড় উঠেছে দেশের রাজনীতিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার বিজেপির সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে দেশের রাজনীতিতে। রাজস্থানে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা উসমান গণি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে 'অনভিপ্রেত' বলেছিলেন। সেই 'অপরাধে' বুধবার তাঁকে বহিষ্কার করল বিজেপি।এর পরে সোমবার উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের নজর আপনার সম্পত্তির উপরে রয়েছে। ক্ষমতায় এলে এরা মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নেবে।" এর পরে মঙ্গলবার রাজস্থানের টঙ্ক-সওয়াই মাধোপুরে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মঙ্গলবার বিজেপির সমাবেশে মোদী বলেন, "কংগ্রেস শাসনে হনুমান চালিশা শোনাও অপরাধ।" সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, মোদীর জমানায় দেশে ধনী-গরিবের অসাম্য বেড়েছে। দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, আমজনতার মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বুঝতে পেরেই মোদী এবং তাঁর দলের নেতারা মেরুকরণের পথ নিয়েছেন।রাজস্থান বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ওঙ্কার সিংহ লাখাওয়াত বুধবার বলেন, ''উসমান গণি সংবাদমাধ্যমে বিজেপির ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁকে ছ'বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।" প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার একটি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উসমান বলেন, "মুসলিম সমাজের নাম করে প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা কাম্য নয়।" সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে রাজস্থানের ২৫টি আসনের সবক'টিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জয়ী হলেও এ বার তা হবে না।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি হায়দরাবাদে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে কোন শ্রেণির হাতে কত সম্পদ আছে তা আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা করে দেখবে। সেই বক্তব্যকে টেনে এনে রবিবার বাঁশওয়াড়ায় বিজেপির সভায় মোদী বলেছিলেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ অতীতে বলেছিলেন, দেশের সম্পদে সর্বাগ্রে অধিকার মুসলিমদের। সেই কারণেই সমীক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। যাতে দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ মুসলিম ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়।"

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, ইভিএম-ভিভিপ্যাট মামলার শুনানি চলাকালীন এই কথা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইভিএম-ভিভিপ্যাট মামলার শুনানি চলাকালীন এই কথা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ভিভিপ্যাট নিয়ে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা কাটিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।বুধবার শুনানির পরেও কার্যত সেই অবস্থানই বজায় রাখল শীর্ষ আদালত। দুই বিচারপতির বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেন, “সুপ্রিম কোর্ট তো নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থার কাজেও হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ইভিএম নিয়ে সমস্ত ধোঁয়াশা কাটিয়ে দিয়েছে কমিশন। কিন্তু আবেদনকারীদের মানসিকতা বদল করা যায় না। কেবল সন্দেহের বশে তো কোনও নির্দেশও দেওয়া যায় না।” তবে এই মামলার রায় কবে মিলবে তা এখনও জানা যায়নি।তাই আমজনতার মনে সংশয়ের ভিত্তিতে কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই সুপ্রিম কোর্টে ইভিএমের ভোটের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার আবেদনের শুনানি চলছে। বুধবার সকালে শুনানি শুরু হওয়ার পরেই কমিশনের কাছে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা চায় বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। দুপুর দুটোয় কমিশনের আধিকারিকরা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে বিচারপতিদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেন। শুনানির শেষে শীর্ষ আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে বলেই সূত্রের খবর।সুপ্রিম কোর্টের জবাবে কমিশনের আধিকারিকরা জানান, ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং চিপ-তিনটি আলাদা মাইক্রোকন্ট্রোলার রয়েছে। এই মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো অজ্ঞাত একটি জায়গা থেকে পরিচালিত হয়। একবার ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পরে এই মাইক্রোকন্ট্রোলার পুড়ে যায়। কমিশনের জবাবে শীর্ষ আদালত সন্তুষ্ট। শুনানির শুরুতে বিচারপতিরা বলেন, "সব কিছুকে সন্দেহ করা ঠিক নয়। সব কিছুরই আপনারা সমালোচনা করতে পারেন না। যদি কমিশন কিছু ভালো কাজ করে থাকে সেটাও স্বীকার করতে হবে। সব কিছুরই নিন্দা করলে হবে না।”

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং তাঁর পরিবারকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং তাঁর পরিবারকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ সেই রক্ষাকবচের কথা ঘোষণা করে জানিয়েছে, তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ। শান্তনুদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদও করা যাবে।মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শান্তনু। পুলিশের বিরুদ্ধে মতুয়া সম্প্রদায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিল করে দেওয়ার অভিযোগও করেছেন তিনি। শান্তনুর আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁর মক্কেল ঠাকুরনগরের মেলা ও মতুয়া সম্প্রদায়ের দায়িত্ব-সহ ঠাকুরবাড়ির দায়িত্ব নিতে চান। কারণ, মেলা থেকে যে আয় হয় ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে তা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির আর এক সদস্য মমতাবালা ওই তহবিলের দায়িত্বে রয়েছেন। এমনকি মতুয়া মহাসঙ্ঘের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পর্যন্ত শেয়ার করা হয়েছে। শান্তনুর দাবি, ঠাকুরবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী ওই পরিবারের পুরুষ সদস্যেরাই ওই সব দায়িত্ব পান।কিন্তু এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করার ৭২ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে পুলিশকে। বিজেপি নেতা শান্তনুকে পাঠানো আগেকার নোটিস খারিজ করে হাই কোর্ট জানিয়েছে পুলিশকে নতুন করে আবার নোটিস পাঠাতে হবে। আগামী ১০মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ঠাকুরবাড়ির মন্দিরের তালা ভাঙা এবং মারধর করার অভিযোগ ওঠে শান্তনুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এ নিয়ে পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করেছে। তলব করা হয় শান্তনুর বাবা, প্রাক্তন মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণকে।ওই ঘটনায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। বুধবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ মতুয়া মহাসঙ্ঘের দুই গোষ্ঠীর সংঘাতের ঘটনায় পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। পরিবারের অন্য সদস্য মমতাবালা ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন শান্তনু। সে ক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি বলে জানিয়েছে হাই কোর্ট।

৩ পাতার পর

৯৫টি সংসদীয় কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা পড়েছে ২,৯৬৩টি

এপ্রিল। স্ক্রুটিনির পর ১,৫৬৩টি মনোনয়ন বৈধতা পেয়েছে। তৃতীয় দফায় গুজরাটের ২৬টি সংসদীয় আসনের জন্য ৬৫৮টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। মহারাষ্ট্রের ১১টি লোকসভা আসনের জন্য ৫১৯টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। মহারাষ্ট্রের ৪০-ওসমানাবাদ কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি, ৭৭টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। এরপর রয়েছে ছত্তিশগড়ের ৫-বিলাসপুর আসনটি। সেখানে ৬৮টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। তৃতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের ৪টি, উত্তরপ্রদেশের ১০টি, গুজরাটের ২৬টি, কর্নাটকের ১৪টি, মহারাষ্ট্রের ১১টি সহ ১২টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৯৫টি আসনে ভোট নেওয়া হবে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিংবদন্তি অনুযায়ী, শিব বিষপান করলে মনসা তাঁকে রক্ষা করেন; সেই থেকে তিনি বিষহরি নামে পরিচিতা হন। তাঁর জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মনসার পূজকেরা শৈবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও অবতীর্ণ হন। শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলশ্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। **ক্রমশঃ**

৩ পাতার পর

বিপর্যয় সহনশীল পরিকাঠামো সংক্রান্ত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

তোলার সময় তা যাতে বিপর্যয় সহনশীল হয়, সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাই, ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের পরেই এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতি এবং বিপর্যয়কে দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা যায় না বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী জানান, বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই যে কোনও বিপর্যয়ের প্রভাব অনুভূত হয়। কারণ, এখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত অন্য অংশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। “যখন প্রত্যেকটি দেশ উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলবে, তখনই সারা বিশ্বে সামগ্রিকভাবে এ ধরনের পরিকাঠামো নির্মিত হবে”। বিভিন্ন বিপর্যয়ের কারণে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রভাব যেহেতু একাধিক রাষ্ট্রের উপর অনুভূত হয়, সেই কারণে সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অংশীদারিত্বের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই, সিডিআরআই-এর এই সম্মেলন এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। শ্রী মোদী বলেন, “একটি অভিন্ন পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা অর্জন করতে আমাদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তা করতে হবে”। ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলি বর্তমানে বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সিডিআরআই এ ধরনের রাষ্ট্রে ১৩টি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ডোমিনিকায় বিপর্যয় সহনশীল আবাসন এবং পাপুয়া নিউ গিনিতে বিপর্যয় সহনশীল পরিবহণ ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ডোমিনিকা ও ফিজিতে দ্রুত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথাও জানান। সিডিআরআই গ্লোবাল সাউথ-কে অগ্রাধিকার দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠকে বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য কর্মী গোষ্ঠী গঠনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ বিপর্যয় সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, সিডিআরআই-এর প্রসারও ঘটবে। আগামী দু'দিন এই সম্মেলনে যে আলোচনা হবে, তা ফলপ্রসূ হবে বলে শ্রী মোদী আশা প্রকাশ করেন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

২৯০০ কোটির মালিক সালমান, থাকেন দুই কামরার ছোট ফ্ল্যাটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় ২৯০০ কোটি টাকার মালিক বলিউড ভাইজান সালমান খান। মাসে আয় করেন ১৬ কোটি টাকা, অথচ গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের দুই কামরার যে ফ্ল্যাটে থাকেন তা নিতান্তই সাদামাটা।

সম্প্রতি সালমানের মুম্বাইয়ের বান্দ্রার বাসভবনে যান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। অভিনেতার বাড়িতে সাম্প্রতিক গুলি চালানোর ঘটনায় সালমান ও তার পরিবারকে সবরকম সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সালমান এবং তার পরিবারের বৈঠকের অভ্যন্তরীণ ছবি ভাইরাল হতেই আলোচনায় আসে সালমানের সাদামাটা লাইফস্টাইল। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টেই বেড়ে ওঠা সালমানের। চার ভাই-বোন, দুই স্ত্রীকে নিয়ে ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকতে অসুবিধা হওয়ায় বহু বছর আগেই একই অ্যাপার্টমেন্টে নিচের ফ্লোরে আরও একটি ফ্ল্যাট কেনেন সেলিম খান। সেখানেই একটা ঘরে থাকত দুই মেয়ে অলভিরা ও অর্পিতা, অন্যদিকে তিন ছেলে সালমান, সোহেল ও আরবাজ। বিয়ের পর আলাদা সংসার পাতেন সোহেল-আরবাজ। তবে গ্যালাক্সি ছাড়েননি সালমান। অভিনেতার বেডরুমে একটি খাট ও বসার চেয়ার ছাড়া বিশেষ কোনো আসবাবপত্র নেই সে কথা করণ জোহরের শো-তে নিজের মুখেই জানিয়েছেন নায়ক।

এদিন সালমানের বাড়ির অন্দরের ছোট্ট ড্রয়িং রুমে দেখা যায়, অতি সাধারণ গ্লাস, টেবিল এবং ধূসর প্রিন্টেড সোফা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সোফায় বসে সেলিম খান। উলটো দিকের সোফা-সিটে সালমান।

কোনো রকম বিলাসিতায় বিশ্বাসী নন সালমান। কিছুদিন আগে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সালমান জানিয়েছিলেন, মমতা ব্যানার্জি বাড়ি দেখে তার হিংসা হয়েছে, কারণ সেটি আয়তনে তার বাড়ির থেকেও ছোট।

সালমান আরও বলেছিলেন, 'ওনার (মমতা) বাড়ি আদতে আমার থেকেও ছোট, সেটা দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি। যে মানুষ এরকম পদে আছেন, তার বাড়ি কীভাবে আমার থেকে ছোট থেকে হতে পারে?'

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় আলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালে 'হার্ট অব স্টোন' সিনেমার সুবাদে বলিউডে 'নেপোকিড' তকমা পাওয়া আলিয়া ভাট হলিউডেও জায়গা করে নিয়েছেন। এবার তার সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। টাইমস ম্যাগাজিনে ২০২৪ সালের বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় নাম উঠেছে আলিয়া ভাটের।

চলতি বছর বলিউড থেকে একমাত্র তারই নাম রয়েছে এই তালিকায়। ব্রিটিশ লেখক তথা পরিচালক টম হার্পার কাপুরবধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কাজে আলিয়ার নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ তিনি।

টম হার্পার লিখেছেন, 'হার্ট অফ স্টোন'-এর সুবাদে আলিয়ার সঙ্গে পরিচয়। ওটাই ওর ইংরেজি সিনেমায় হাতেখড়ি। জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মাটিতে পা রেখে চলা একজন মজার মানুষ। ওর কাজের একটা ধরন রয়েছে। ভীষণ মনোযোগী। চরিত্রের প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না আলিয়া। ও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক মানের তারকা।

স্বামী রণবীর কাপুরের হাতে একগুচ্ছ প্রজেক্ট থাকলেও বর্তমানে তার থেকেও যে বেশি চর্চিত আলিয়া। অন্যদিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দেব প্যাটেলের নামও রয়েছে টাইমসের নিরিখে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায়।

একসময় ছিলেন সেলসম্যান, তারপর যেভাবে বলিউডের নামকরা অভিনেতা হন আরশাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'মুন্নাভাই এমবিবিএস' সিনেমার সেই সার্কিটের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? এ রকম একটা মজাদার চরিত্রকে কি এত সহজে ভোলা যায়? ২০০৩ সালে এই সিনেমা মুক্তির পর আরশাদ ওয়ারসি থেকে সার্কিট নামেই দর্শকের দরবারে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

১৯ এপ্রিল সেই আরশাদ ওয়ারসির জন্মদিন। ৫৬ বছরে পা দিলেন অভিনেতা। সিরিয়াস চরিত্রের পাশাপাশি দর্শকের মুখে হাসি ফোটাতে এক্সপার্ট আরশাদ। মুন্নাভাই থেকে গোলমাল সর্বত্রই আরশাদের পারফরম্যান্স দর্শকের মন জিতে নিয়েছে।

তবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এই সফল অভিনেতার জীবনে চলার পথটা মোটেই খুব একটা মসৃণ ছিল না। জন্মদিনে জেনে নেওয়া যাক আরশাদের জীবনের সেই স্ট্রাগলের কথা।

সৃজনশীল পরিবারেরই জন্মগ্রহণ করেন আজকে বলিউডের সফল অভিনেতা আরশাদ ওয়ারসি। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর জীবনটা একেবারে পাল্টে যায়। বাংলো ছেড়ে এক কামরার ঘরে থাকতে শুরু করেন অভিনেতা। মাধ্যমিক দেওয়ার পর স্কুলও ছেড়ে দিতে হয় তাকে।

ছেলেবেলা থেকেই নিজের পেট চালানোর দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়েছিল আরশাদকে। একজন কসমেটিক সেলসম্যান থেকে ফটো ল্যাবেও কাজ করে দিন গুজরান করেছেন আরশাদ ওয়ারসি। বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে লিপস্টিক বিক্রি করতেন অভিনেতা।

একসময় তার পরিচয় হয় পরিচালক-প্রযোজক মহেশ ভাটের সঙ্গে। মহেশের 'কাশ' আর 'ঠিকানা' সিনেমায় তার সহকারী হিসাবে কাজ করেন আরশাদ। তবে তার কামানো সব টাকাই মায়ের ডায়ালিসিস করতে খরচ হয়ে যেত। দীর্ঘ অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করার পর আরশাদকে ছেড়ে চলে যান তিনি।

১৯৬৮ সালে মুম্বাইয়ের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আরশাদ। ছোটবেলাতেই পিতৃহারা হন তিনি। দশম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করা হয়নি আরশাদের। টাকা পয়সার ছিল বড়ই অভাব। সেলসম্যান হিসাবে কাজ করে পড়াশোনা চালানো সম্ভব হয়নি তার। পেটের দায়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে লিপস্টিক পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে আরশাদকে। আজ তিনিই বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

একটা সময় আরসাদ ওয়ারসি আকবর সামির নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। নিজস্ব প্রতিভার জোরেই ইন্ডাস্ট্রিতে পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছেন রুপালি পর্দার পপুলার চরিত্রে সার্কিট ওরফে আরসাদ ওয়ারসি।

১৯৮৩ সালে 'রূপ কি রানি চোরো কা রাজা' সিনেমার টাইটেল ট্র্যাকের কোরিওগ্রাফার হিসাবে কাজ করেছিলেন আরশাদ। ১৯৯৬ সালে 'তেরে মেরে সপনে' সিনেমার হাত ধরে অভিনয় জগতে পা রাখেন। জয়া বচ্চনের থেকেও সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছিলেন অভিনেতা।

২০০৩ সালে 'মুন্নাভাই এমবিবিএস' আর 'লাগে রাহো মুন্নাভাই' ছিল আরশাদের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সিনেমা, সেরা চরিত্র। এছাড়া তার ঝুলিতে রয়েছে গোলামাল, দে ইশকিয়া, ইশকিয়ার মতো বলিউডের বেশ কিছু হিট সিনেমা।

মুন্নাভাইয়ের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন আরশাদ ওয়ারসি। এছাড়াও জলি এলএলএলবি-এতেও তার অভিনয় দর্শক থেকে সমালোচকদের প্রশংসা কুঁড়িয়েছিল। ফলে বলিউডের সর্বত্রই আরশাদের নামডাক। বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি ব্যবসাও করেন।

কালো থেকে যে মন্ত্রে ফর্সা হয়েছেন বলিউড নায়িকা কাজল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৯৯২ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'বেখুদি' দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল কাজলের। প্রথম সাফল্য আসে ১৯৯৩ সালে শাহরুখ খানের বিপরীতে 'বাজিগর' দিয়ে। ৯০-এর দশকে একের পর এক হিট দিয়ে গেছেন তিনি। এখনো তিনি প্রথম সারির অভিনেত্রী।

তবে ক্যারিয়ারের দিকে থেকে সাফল্য এলেও নিজের শ্যামলা গায়ের রঙের কারণে কম কটাক্ষ আর সংগ্রামের মুখে পড়তে হয়নি কাজলকে। এক সাক্ষাৎকারে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেন অজয় দেবগন-পত্নী।

এক চ্যাট শো-তে কাজলকে বলতে শোনা যায়, ক্যারিয়ারের শুরুতে তাকে 'কালো-মোটা' বলে ডাকা হতো। এমন একজন যে সারাক্ষণ চশমা পরে থাকে। যদিও এসব নিয়ে খুব একটা ভাবতেন না তিনি। কারণ মনে মনে জানতেন তিনি কুল, স্মার্ট, সবমিলিয়ে তাকে নিয়ে যারা নেতিবাচক মন্তব্য করছে তাদের থেকে অনেক ভালো।

তবে কাজল মেনে নেন, নিজের গায়ের রঙকে ভালোবাসতে অনেকটা সময় লেগেছিল তার। তিনি যে প্রকৃতই সুন্দরী, এটা বিশ্বাস করতেও সময় লেগেছিল। কাজলের কথায়, ৩২-৩৩ বছর বয়সে গিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিজে বলা শুরু করেন, তাকে যথেষ্ট সুন্দর দেখতে।

অভিনেত্রী জানান, এরপর থেকে নিজেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। কাজলের কথায়, 'ওই যে সবাই বলে তুমি ততক্ষণ দেখনদারি করবে যতক্ষণ না তুমি বিশ্বাস করবে এবং অবশেষে তুমি এটা করতে পারবে।'

একসময়ের সেই 'মোটা-কালো' তকমা পাওয়া কাজলের পরে বিরাট পরিবর্তন হয়। অনেক ফর্সা হয়ে যান তিনি। কীভাবে এটা সম্ভব হলো?

বলিউডের অন্দরে কানাঘুষা, ত্বক ফর্সার জন্য সার্জারির সাহায্য নিয়েছেন কাজল। যদিও সে দাবি নাকচ করে দিয়েছেন অভিনেত্রী।

ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে কাজল বলেন, তিনি দীর্ঘদিন সূর্যের তাপ থেকে দূরে আছেন। একসময় টানা সূর্যের নীচে কাজ করেছিলেন, যা তাকে ট্যান করে দিয়েছিল। তবে বর্তমানে তিনি সূর্যের থেকে দূরে থাকায় গায়ের রঙ একটু বিবর্ণ লাগে।

তবে শুধু কাজল নয়, অভিনেত্রীর মেয়ে নাইশার ক্ষেত্রেও একই কানাঘুষা শোনা যায় বলিউডে এবং সামাজিক মাধ্যমে। ছোটবেলায় দেখতে খুবই কালো ছিলেন নাইশা। ২১ বছর বয়সি সেই নাইশাকে বর্তমানে চেনাই দায়। অনেক ফর্সা হয়ে গেছেন কাজল-কন্যা।

যে কারণে সালমান খানকে বিয়ে করতে চাননি জুহি চাওলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের শুরুতেই সালমান খানের সঙ্গে কাজের সুযোগ এসেছিল জুহি চাওলার হাতে। তবে নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জুহিকে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। শুধু তাই নয়, সালমানের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের বিয়ের প্রসঙ্গ টেনেও জবাব চাওয়া হয় তার কাছে।

একটি পুরনো ভিডিও হঠাৎই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে ভাইজানকে বলতে শোনা যায়, তিনি জুহির বাবার কাছে গিয়ে তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ৯০-এর দশকের ওই ভিডিওতে সালমান জানান, তাকে প্রত্যাখ্যান করে দেন জুহির বাবা।

এর কারণ প্রসঙ্গে অভিনেতার জবাব ছিল, 'বিলে ফিট করেনি'। ১৯৯৫ সালে ব্যবসায়ী জয় মেহতাকে বিয়ে করেন জুহি।

সালমানের সেই বক্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে জুহি হেসে জবাব দেন, 'সে সময় আমি সবে ক্যারিয়ার শুরু করেছি এবং তখনও সালমান খান তারকা হয়ে ওঠেননি। সে সময় একটা সিনেমা আমার হাতে এসেছিল। তিনিই ছিলেন প্রধান অভিনেতা। সে সময় আমি কাউকেই চিনতাম না ইন্ডাস্ট্রিতে, আমির খানকেও নয়। কিন্তু কোনো কারণে সিনেমাটা করা সম্ভব হয়নি আমার।'

'কিন্তু আজ অবধি দেখা হলে এটা মনে করিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ ও ছাড়ে না। বলতে থাকে, 'তুমি তো আমার সঙ্গে সিনেমাটা করোনি'। আমরা খুব কমই একসঙ্গে সিনেমা করেছি। তবে অনেক শো করেছি। স্টেজ শো। দিওয়ানা মাস্তানায় ওর কেমিও ছিল।'

দিওয়ানা মাস্তানা সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন সালমান ও জুহি। পুরনো ভিডিওতে সালমান জুহিকে 'খুব মিষ্টি, আদুরে মেয়ে' বলেন এবং যোগ করেন, 'আমি তো ওর বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না!'

কিন্তু সালমানকে বিয়ে করতে রাজি হননি জুহি। প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাওয়া হলে সালমান বলেছিলেন, 'আমার ধারণা বিলটি মানানসই ছিল না।'

ধরনের নিষেধাজ্ঞার মুখে আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক নাহুয়েল গুসমানকে ১১ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশন (এফএমএফ)। ওঅনুপযুক্ত আচরণের কারণে গুসমানকে এমন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, গত রোববার মেক্সিকোর শীর্ষ প্রতিযোগিতা লিগা এমএক্সে টাইগ্রেস ইউএএনএল এবং মন্টেরি মুখোমুখি হয়েছিল। যেখানে টাইগ্রেস ক্লাবের আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক গুসমান চোটের কারণে খেলতে পারেননি। তবে ড্রেসিংরুম থেকে তিনি মাঠে লেজার লাইট মারার কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তদন্তের পর তার বিরুদ্ধে বড় শাস্তি ঘোষণা করেছে এফএমএফ।

শেষ পর্যন্ত সেদিন দুই দলের ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে আলোচনা শুরু হয় গুসমানে লেজার ব্যবহার করা নিয়ে। তিনি মন্টেরি গোলরক্ষক এসটেবান আন্দ্রাদার দিকে লেজারের আলো ফেলেছিলেন এবং পরে সেটি নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে ক্ষমাও চান এই টাইগ্রেস গোলরক্ষক।

এক বিবৃতিতে এফএমএফ জানায়, ম্যাচ চলাকালে অনুপযুক্ত আচরণের জন্য টাইগ্রেস ক্লাবের নাহুয়েল ইগনাসিও গুসমানকে ১১ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। তার আচরণ ফেডারেশনের নীতিমালা ভঙ্গ করেছে। পরবর্তীতে টাইগ্রেস ক্লাবও নিজেদের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা অনুসারে গুসমানকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে, শাস্তি পেয়েছেন মন্টেরির ফুটবলার আন্দ্রাদাও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুসমানকে সমকামী বলে মন্তব্য করায় তাকে জরিমানা করেছে মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশন।

উল্লেখ্য, এখনও হাঁটুর ইনজুরির পুনর্বাসনে আছেন নিষিদ্ধ হওয়া গুসমান, যে কারণে ৯ মার্চের পর তিনি আর মাঠে নামতে পারেননি। চলমান নিয়মিত মৌসুমে তার দলের আর মাত্র দুই ম্যাচ বাকি, তবে ২০২৪ সালের পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোতে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হবে ৩৮ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে। এর আগেও পেনাল্টি শ্যুট আউটের সময় প্রতিপক্ষ ফুটবলারকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুখ থেকে হঠাৎ ফিতা বের করেছিলেন গুসমান। গত আগস্টে লিগস কাপের ওই ঘটনার পর প্রথম তিনি আলোচনায় আসেন।

আইপিএলে ফর্মে তুঙ্গে থাকা নারিনকে

বিশ্বকাপে চান পাওয়েল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবসর ভেঙে ঘরের মাঠে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার জন্য সুনীল নারিনকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরাতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে গত মঙ্গলবার প্রথম সেঞ্চুরি করেন নারিন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ওই ম্যাচে বল হাতে দুই উইকেটও নেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের নারিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে চার বছর আগে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলার পর ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ৩৫ বছর বয়সী নারিন। তবে আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে নারিনকে পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন পাওয়েল। রাজস্থানের হয়ে খেলা পাওয়েল বলেন, 'গত ১২ মাস যাবত তার কানে ফিসফিস করছি আমি। কিন্তু সে কারও কথাই শুনছে না।'

পাওয়েলের আশা, আইপিএলের সাথে যুক্ত থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিনিয়র ক্রিকেটার কাইরন পোলার্ড, ডোয়াইন ব্রাভো এবং নিকোলাস পুরানরা রাজি করাতে পারবেন নারিনকে। পোলার্ড-ব্রাভো কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং লখনউ এর হয়ে খেলছেন পুরান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পুরান।

বাঁ-হাতি ব্যাটার নারাইন সাধারণত মিডল কিংবা লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিং করে থাকেন। কিন্তু আইপিএলের এই মৌসুমে কলকাতার ইনিংস উদ্বোধন করছেন তিনি।

মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে ৫৬ বলে ১০৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন নারিন। এখন পর্যন্ত এবারের আসরে ২৭৬ রান করেছেন তিনি। পাশাপাশি হাই-স্কোরিং উইকেটে বল হাতে ৬ দশমিক ৮৭ ইকোনমি রেটে ৭ উইকেট শিকার করেছেন নারিন।

এই মৌসুমের শুরুতে নারিন বলেছিলেন, 'বাড়িতে বসে আগামী বিশ্বকাপ দেখবেন।'

কিন্তু সেঞ্চুরির পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ফিরে আসার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রহস্যময় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নারিন। ২০১২ সালে অভিষেকের পর ৫১টি টি-টোয়েন্টি খেলা নারিন বলেন, 'এখন পর্যন্ত আগের সিদ্ধান্তই বহাল আছে। তবে দেখা যাক ভবিষ্যৎ কি হয়।'

'ট্রেবল' জয়ের স্বপ্নে

এগোচ্ছে লেভারকুসেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত সপ্তাহে বায়ার্ন মিউনিখের ১১ বছরের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ইতিহাস গড়ে জার্মান বুন্দেসলিগার নতুন চ্যাম্পিয়ন বনে গেছে লেভারকুসেন। যার জন্য পুরো বিশ্বে প্রশংসায় ভাসছে তারা। এবার ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে জার্মান ক্লাবটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত অপরাজিত জাবির দল।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার চলতি মৌসুমে 'ট্রেবল' জয়ের স্বপ্নে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে জার্মান চ্যাম্পিয়ন বেয়ার লেভারকুসেন। ১৮ এপ্রিল ওয়েস্ট হ্যামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্রয়ের পরও ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে উঠেছে তারা। এর আগে, ঘরের মাঠে ২-০ গোলে জয় পেয়েছিল লেভারকুসেন। এতে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ অগ্রগামিতায় শেষ চারের টিকিট পেয়েছে তারা।

সেমিতে ওঠার পথে রেকর্ডও গড়েছে লেভারকুসেন। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৪৪তম অপরাজিত লেভারকুসেন। লন্ডন স্টেডিয়ামে জার্মান চ্যাম্পিয়নদের কঠিন পরীক্ষাতেই ফেলেছিল ওয়েস্ট হাম। ম্যাচের ১৩তম মিনিটে জারড বোয়েনের ক্রস থেকে হেডে দলকে এগিয়ে দেন মিখায়েল আন্তনিও। ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই লিড ধরে রেখেছিল ইংলিশ ক্লাবটি। তবে এই ব্যবধানে হারলেও শেষ চারে জায়গা করে নিতো লেভারকুসেন। কিন্তু অপরাজিত থাকার রেকর্ড জিইয়ে রাখতে অনন্ত সমতা প্রয়োজন ছিল।

বিরতি থেকে ফিরে ঘুরে দাঁড়ায় জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ফিকে হয়ে যায় ওয়েস্ট হ্যামের সেমির স্বপ্ন। ম্যাচের ৮৯তম মিনিটে ডাচ ডিফেন্ডার জেরেমি ফ্রিমপংয়ের নৈপুণ্যে সমতায় ফেরে লেভারকুসেন। এতে চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত অপরাজিতই থাকল জাবি আলোনসোর দল। তাই এই টুর্নামেন্ট আর লিগ কাপের ফাইনালে জয় পেলে ট্রেবল জিতবে তারা।

রিয়াল থেকে ক্যাসেমিরোর বিদায়ে কেঁদেছিলেন আনচেলত্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার ক্যাসেমিরো। জাতীয় দলসহ ক্লাবের খেলায় যে দলেই খেলেছেন ডিফেন্ডিং মিডফিল্ডে সে দলেরই ভরসার অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

তবে ক্যাসেমিরোর ক্যারিয়ারে সেরা সময় কেটেছে লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যতম সফল দল রিয়াল মাদ্রিদে। যেখানে প্রতিপক্ষের আক্রমণকে রুখে দিয়ে দলের আক্রমণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

ক্যাসেমিরো তার ক্লাব ক্যারিয়ারের ৯ বছরের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন রিয়ালে। এরপর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেন তিনি। সম্প্রতি রিয়াল থেকে নিজের বিদায়ের মুহূর্তের কথা স্মরণ করে ক্যাসেমিরো জানিয়েছেন, তার ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে কেঁদেছিলেন রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

ক্যাসেমিরো বলেন, আমি এটি আগে কাউকে বলিনি। আমি শুধুমাত্র একবার ম্যানচেস্টারে যাওয়ার বিষয়ে ভাবছিলাম। আমার মনে আছে, এটা ছিল শুক্রবারের বিকেল এবং এটা (ইউনাইটেড ট্রান্সফার) আমার স্বাক্ষর ছাড়াই করা হয়েছিল। মানুষ জানতো যে, এটা (চুক্তি) সম্পন্ন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি আনচেলত্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। তার অফিসে গিয়েছিলাম এবং সে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানতো। আমি দরজা খুললাম এবং যখন তার দিকে ঘুরে তাকালাম, দেখলাম আনচেলত্তি কাঁদছিলেন। আমি তাকে বলেছি, আপনি কাঁদতে পারেন না। অন্য কেউ কাঁদতে পারে কিন্তু আপনি কাঁদতে পারেন না।

সে সময় রিয়াল বস আনচেলত্তি ক্যাসেমিরোকে বলেছিলেন, আমি কেন কাঁদছি জানি না। তবে আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি এবং আমি চাই না তুমি চলে যাও।

ক্যাসেমিরো আরও বলেন, সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছি, এখানে কত মানুষ আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি আগেই আমার কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। আমার কথা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ ওভারে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের

কাছে হার পাঞ্জাব কিংসের

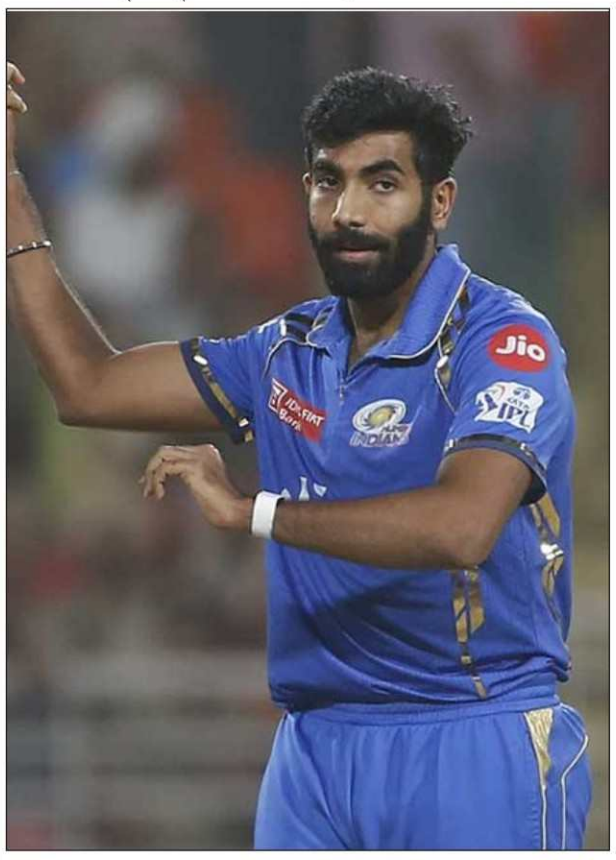

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ ওভারে এসে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ৯ রানে হেরে গেছে পাঞ্জাব কিংস। সাত ম্যাচে এটি পঞ্চম হার পাঞ্জাবের, সমান ম্যাচে মুম্বাইয়ের তৃতীয় জয়।

মুল্লানপুরে টস জিতে মুম্বাইকে ব্যাটিং করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পাঞ্জাব অধিনায়ক স্যাম কারান। সূর্যকুমারের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে ৭ উইকেটে ১৯২ রানের সংগ্রহ গড়ে মুম্বাই। সূর্য ৫৩ বলে ৭ চার আর ৩ ছক্কায় করেন ৭৮ রান। রোহিত ২৫ বলে ৩৬ আর তিলক ভার্মার ব্যাট থেকে আসে ১৮ বলে দুটি করে চার-ছক্কায় ৩৪ রান।

হর্শল প্যাটেল ৩টি আর স্যাম কারান নেন ২টি উইকেট। জবাবে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে পাঞ্জাব। ৭৭ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর দলকে কিছুটা পথ এগিয়ে দেন শশাঙ্ক সিং। ২৫ বলে তিনি করেন ৪১। এরপর বলতে গেলে একাই জেতানোর চেষ্টা করেন আশুতোষ। শেষ তিন ওভারে পাঞ্জাবের দরকার ছিল ২৫ রান। ৩ উইকেট হাতে। ক্রিজে ছিলেন ২৭ বলে ৬১ রান নিয়ে আশুতোষ। কিন্তু ১৮তম ওভারের প্রথম বলেই তাকে তুলে নেন কোয়েটজি। ২ চার, ৭ ছক্কা হাঁকানো আশুতোষ ফেরার পরই শেষ আশা শেষ হয়ে যায় পাঞ্জাবের।

শেষ ওভারে দরকার ছিল ১২। ওভারের প্রথম বলেই শেষ উইকেটটি হারিয়ে ইনিংসের পাঁচ বল বাকি থাকতে পাঞ্জাব অলআউট হয় ১৮৩ রানে।

ম্যাচ জিতলেও শাস্তি পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতলেও শাস্তি পেয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া।

বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯ রানের জয় পায় মুম্বাই। কিন্তু সেই ম্যাচে মুম্বাই তাদের ওভার সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারেনি। ফলে ১২ লাখ রুপি জরিমানা হল হার্দিক পান্ডিয়ার। আরও দু'বার এই ভুল করলে নির্বাসিত হতে হবে হার্দিককে।

আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বার ঠিক সময়ে ওভার শেষ করতে না পারলে অধিনায়কের ১২ লক্ষ রুপি জরিমানা হয়। দ্বিতীয় বার একই ভুল করলে ২৪ লক্ষ রুপি জরিমানা হয়। যে শাস্তি পেয়েছেন ঋষভ পান্থ। তৃতীয় বার একই ভুল করলে অধিনায়ককে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হতে হয়। হার্দিক পান্ডিয়া প্রথম বার এই ভুল করেছেন। তাই তার ১২ লক্ষ রুপি জরিমানা হয়েছে।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৯২ রান করে মুম্বাই। সূর্যকুমার যাদব ৫৩ বলে ৭৮ রান করেন। তিলক বর্মা ১৮ বলে ৩৪ রান করেন। তাদের দাপটে মুম্বাই ১৯২ রানে পৌঁছে যায়। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৪ রানে ৪ উইকেট চলে গিয়েছিল পাঞ্জাবের। সেখান থেকে আশুতোষ শর্মা এবং শশাঙ্ক সিং লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন দলকে। আশুতোষ ২৮ বলে ৬১ রান করেন। তিনি পাঞ্জাবকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জেরাল্ড কোয়েৎজির বলে আশুতোষ আউট হতেই পাঞ্জাবের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR